

# দাজ্জালের রুদকথা

জাহিদ রাসেল

হুমায়ুন আযাদের “আমার আবিশ্বাস” বইটি পড়া শেষ করে যেই না কোলের কাছে রাখলাম তখনি দেখলাম আমার পাশে বসা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক পাশ ফিরে আমার কোলে থেকে বইটি তুলে নিলেন। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সাথে বইটির কয়েক পাতা উলটিয়ে বইটি আমাকে ফেরত দিলেন। আমাকে নাম জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলেন। তিনি তার নাম জানালেন। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা। আরো জানালেন, উনি নিউইয়র্কের মদীনা মসজিদের খাতিব। তার কাছে ধর্মীয় প্রসঙ্গে লিখা অনেক গুলো বই দেখতে পেলাম। যেহেতু আমার হাতের কাছে আর পড়বার মতো কোন বই নেই, তাই তার বইগুলো থেকে “কান দাজ্জালের আবির্ভাব” বইটি তুলে নিলাম। শিরোনামটাই আমাকে বোধ হয় বইটা হাতে তুলতে আকৃষ্ট করলো। বইতে লেখকের নাম দেখে নিশ্চিত হলাম আমার পাশে বসা ব্যক্তিটিই এই বইয়ের লেখক। তার পরও তাকে প্রশ্নও করলাম তিনি লিখেছেন কিনা? তিনি মাথা নেড়ে জানালেন তিনিই লিখেছেন। তিনি আরো জানালেন এটি নাকি ইতিপূর্বে মাসিক ‘পরওয়ানা’ নামক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়ে খুব পাঠক প্রিয়তা পেয়েছিল, তাই এটিকে বই আকারে বের করেছেন। হুদা সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে মারাত্মক ফিতনা আর নেই। আমি আমার “নাস্তিক” পরিচয় প্রকাশ না করে তার সাথে কথা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

মু আ হুদাঃ- আমি এই বইটি লেখেছি ঈসা(আঃ)এর পুনরাগমনের এবং ইমাম মেহদীর আত্মপ্রকাশের পরের সর্ব শেষ দাজ্জালকে নিয়ে। এই দাজ্জালের আগমনের পূর্বে আরো ২৯ জন দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। মুহাম্মদ (সাঃ)বলেছেন, ততোদিন কেয়ামত হবেনা যতোদিন না (কমপক্ষে) ত্রিশ জন মিথ্যা নবুয়ত এর দাবিদার দাজ্জালের আবির্ভাব না হয়েছে।

জাহিদঃ-ও দাজ্জাল তাহলে একজন না। তা সর্বশেষ এই দাজ্জালের আবির্ভাব কখন হবে?

মু আ হুদাঃ- মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, “ততোদিন পর্যন্ত দাজ্জাল বের হবে না যতোদিন না মানুষ বেমালাম দাজ্জালকে ভুলে যাবে এবং মসজিদের ইমামগন মিস্বরে দাড়িয়ে দাজ্জালের কথা বলা ছেড়ে দেবে”। দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হবে প্রাচ্যের খোরসান বা তৎপাশ্চবর্তী এলাকায়। মনে করা হয় সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যবর্তি কোন জনপদ থেকে সে বের হবে। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, “ত্রিশ বছর যাবত দাজ্জালের মা-বাবার কোন সন্তান সন্তাদি হবে না। ত্রিশ বছরের পর তাদের একটি কানা, অত্যাধিক মন্দ স্বভাব, অত্যাৎপ সৎ স্বভাবের একটি ছেলে সন্তান হবে। তার দুই চোখ ঘুমাতে কিন্তু অন্তর ঘুমাতে না। তার পিতা লম্বা হীনকায়, গাঁইতির মতো দীঘ নাসিকা বিশিষ্ট হবে। তার মা বিশালাকায়, উন্নত বক্ষ, লম্বা দুই হাত বিশিষ্ট হবে। বিভিন্ন হাদিসে মুহাম্মদ দাজ্জালের দৈহিক পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, সে একজন পুরুষ, যুবক, সুশ্রীমান, বেঁটে, ঘন কোঁকড়া চুল, উঁচা ললাট, প্রশস্ত বক্ষ, এক চোখ অন্ধ, এক চোখ ফোলা, এক চোখের উপর মোটা চামড়া থাকবে, দুই চোখের মাঝ খানে কাফ, ফা, রা অথ্যাৎ কাফির লিখা থাকবে, সে হবে নিসন্তান।

[ আমার মনের মাঝে ভেসে উঠলো ৪/৫ বৎসর আগে বিটিভিতে প্রচারিত সিন্দাবাদ সিরিয়ালের সেই সমুদ্র দস্যু ভিলেন “কেহেরমানের” মুখখানি। তার শারিরিক বৈশিষ্ট্যও অনেকটায় মুহাম্মদ(সাঃ) দেয়া দাজ্জালের শারিরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে ভিলেনের চরিত্র গুলোর প্রতি পাঠক-পাঠিকার মনে ঘৃণা ও ভীতি সঞ্চারের জন্য যেমন তাদের শারিরিক দিকটিকে কদর্য ও ভয়াবহ করে তোলা হয় দাজ্জালের শারিরিক কাঠামো বর্ণনা সেই একই রিতী অনুসরণ করা হয়েছে। মুহাম্মদ এ ক্ষেত্রে এক কাঠি এগিয়ে। তিনি দাজ্জালের সাথে তার বাবা-মাকেও সৃষ্টি করেছেন কদর্য ভাবে।

জাহিদঃ- মুহাম্মদ (সাঃ) দাজ্জাল সম্পর্কে আর কি বলেছেন শুনি।

মু আ হুদাঃ- দাজ্জালের বাহন সম্পর্কে মহানবী বলেন, “তার বাহন হবে এমন একটি গাধা যার দুই কানের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ হাত। সে হবে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো দ্রুত গতি সম্পন্ন”।

[ দাজ্জালের গাধার বর্ণনা শুনে আমি হা হয়ে গেলাম। সেই গাধার দু কানের মধ্যে ব্যবধান (মাত্র!!) ৪০ হাত সে ঘোড়া মুসলমানদের কতিথ অন্য আসমান থেকে টুপ করে পরবে নাকি ডারউইনের তত্বসত্য প্রমান করে এই সময়ের ছোট খাটো

গাধা গুলো দানবীয় রূপ লাভ করবে তা ভাবতে লাগলাম ।

হুদা সাহেব মনে হয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন তিনি বলতে লাগলেনঃ- আরে এইটা নিয়ে এতো ভাবনার কিছু নাই। আসলে দাজ্জালের বাহনটি রূপক অর্থে বুঝানো হয়েছে হয়তো। এটা হতে পারে কোন সে সময়ের কোন বিশেষ বাহন। তাছাড়া দাজ্জালের অনুসারি হইবো ইহুদীরা, এদেরতো আল্লাহপাক গাধা বলছেন। আর যে গাধার ঘাড়ের প্রস্থ ৪০ হাত তার গতিতো বায়ুতাড়িতো মেঘের মতো হতেই পারে।

[আজ যখন মানুষ শব্দের বেগ রে পরাজিত করে আলোর বেগে ছুটে চলার বাহন তৈরি করতেছে তখন আজ থেকে আরো পরে কেয়ামতের আগে (মরা মানুষ জীবিত করার মতো ক্ষমতাধারী) দাজ্জাল কেন যে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো ধীর গতির বাহন নিয়া চলবে তাও ভাবার বিষয়। এক্ষেত্রে পাঠকদের মনে রাখা দরকার এই গাধা দ্বারা ৪০ দিনে তিনি পৃথিবীর সব স্থানে যাবেন। আসলে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে মরুভূমিতে প্রধান বাহন ছিল উট। তাই সেই সময় মুহাম্মদের পক্ষে বায়ুতাড়িত মেঘের বেগে চলা বাহন অপেক্ষা দ্রুত গতির বাহন কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মুহাম্মদের কাছ থেকে এধরনের রূপ কথার বাহনের গল্প শুনা নতুন কিছ নয়। তার নিজেও ৬০০ পাখনা বিশিষ্ট্য হাস্যকর বোরাখে সওয়ারী হবার গল্প ভালোভাবে প্রচলিত ।

জাহিদঃ- তা, দাজ্জাল রাজত্বের স্থায়িত্বকতদিন হবে।

মু আ হুদাঃ- দাজ্জালের রাজত্বের স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে মুহাম্মদ বলেন, “সে দুনিয়ায় চল্লিশ দিন থাকবে। এই চল্লিশ দিনের এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন একমাসের সমান, এক দিন এক সাপ্তাহের সমান, অবশিষ্ট দিন গুলো তোমাদের স্বাভাবিক দিনের সমান”।

[হুদা সাহেব তার বইয়ের ২৫ পৃষ্ঠা খুলে আমাকে দাজ্জালের রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে পড়তে দিলেন। আমি দেখলাম মুহাম্মদ কোন কোন হাদিসে বলেছেন দাজ্জালের রাজত্বের মেয়াদ ৪০ দিন আবার কোথাও বলেছেন ৪০ বছর। কিন্তু মুহাম্মদের এই কথার গড়বড়কে রূপক হিসেবে ধরে নিয়ে বিভিন্ন ইসলামি মুহাদ্দিসগন নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। মুসলমানেরাও খুব ভালো ছেলে ওরা প্রশ্ন করেনা, যা পায় তাই খায় ]

জাহিদঃ- তা, দাজ্জাল আর কি কি করবে?

মু আ হুদাঃ- ঈমানের সর্বোচ্চ পরিক্ষা হবে দাজ্জালের সময়। যেমন দাজ্জাল এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করবে,তাকে করাত দিয়ে দিখন্ডিত করে বলবে। তার পর তাকে আবার জীবিত করে তুলবে এবং তাকে প্রশ্নও করবে ,“তোমার প্রভু কে?”। লোকটি উত্তর দেবে আল্লাহ। সেই লোকটি হবে জান্নাতে রাসূলের উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। দাজ্জাল আসবে লাখো পাপ পঙ্কিলতায় পূর্ণ তাগুতী বিশ্বকে আল্লাহর নাফরমানিতে পূর্ণ করতে। আর অন্যদিকে ইমান মাহদী আসবেন আল্লাহর দুনিয়াকে এসকল নাফরমানির প্রভাব থেকে মুক্তি দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহর শাসন কায়েম করতে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বলা যায়- কানা দাজ্জালের শান্তির বিশ্বকায়েম হয়ে গেছে। আমরা মুসলমানেরা যেমন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ এবং ঈসা (আঃ) এর পুনরাবির্ভাবের জন্যে অপেক্ষা করছি তেমনি কোন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ দাজ্জালের জন্যে অপেক্ষা করছে he is coming স্লোগান নিয়ে। দাজ্জাল আসার আগে তার রাজত্ব কায়েম হয়ে যাবে। বিশ্বের আনাচে কানাচে যেকোন ভাবে তার বাহিনী পৌঁছে যাবে। আপনি যদি বাংলাদেশের দিকে তাকান তবে দেখবেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন পরিচিয়ে, বিভিন্ন কায়দায়, বিশেষ মতাদশে বিশ্বাসী কতিপয় লোক অতিসাম্প্রতি তাদের বিশেষ কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাদের দেখে মানবতার পরম হিতৈষী বন্ধু মনে হয়। কিন্তু এরা দাজ্জালের রাজ্যের বিস্তারে সাহায্য ছাড়া কিছুই করছে না।

জাহিদঃ- আমি ঠিক বুঝলাম না আপনি কাদের কথা বলছেন?

মু আ হুদাঃ- অনেকেই তো আছে, কেন এই যে নামে বেনামে এন,জি,ও গড়ে উঠছে এরাইবা কম কিসের।

জাহিদঃ- কেন এরা তো অনেক ভালো কাজ করছে, যেমন মানুষকে স্বনির্ভর, শিক্ষা বিস্তার, দারিদ্র বিমোচন, নারীদের ...

মু আ হুদাঃ- নারী স্বাধীনতা? জাহিলিয়া যুগের লক্ষনই হলো, নারীরা ঘরের বাইরে বের হয়ে আসবে-ব্যভিচার শুরু হবে। এই এন,জি,ও এইগুলো বৃদ্ধি করছে।

জাহিদঃ- দাজ্জাল অনুসারি কারা হবে?

মু আ হুদাঃ- দাজ্জালের অনুগামীরা মূলত ইহুদীদের থেকেই হবে। তারপর বেদুইন পল্লীবাসী এবং মহিলারা।

জাহিদঃ- আলাদা ভাবে মহিলাদের কথা বলার কি দরকার!?

মু আ হুদাঃ- ভন্ডপীর,ভন্ডনবী আর ভন্ডবাদের তাবেদারিতে মহিলারা হরহামেসাই পুরু ষের চেয়ে পাকাপোক্ত। দাজ্জালের ডাকে তাই মহিলারাই সবচেয়ে বেশি সাড়া দেবে। দাজ্জালের ডাকে সাড়া দেবে তাই তখন মানুষ তার স্ত্রী,মা,মেয়ে, বোন ও ফুফুকে দড়ির সাহায্যে বেধে রাখবে।

[ নারীদের ব্যাপারে একটা নতুন তথ্য জানা গেল!! অবশ্য যে ধর্ম নারীদের পদার্ন নামে বোরকা বন্দি করে রাখে সে ধর্ম নারীদের ব্যাপারে এ হীন ধারণা পোষণ করতেই পারে,তাতে অবাক হবার বেশি কিছু নেই ]

জাহিদঃ- দাজ্জালের কাহিনীটা শুনি তাহলে।

মু আ হুদাঃ- দাজ্জালের অভ্যুত্থান সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে হবে। ইস্পাহানের ৭০ হাজার তলোয়ার ধারি ইহুদি তার তাবেদার হবে। অনেক দেশ জয় করবে এবং ধর্ম ভ্রষ্ট ও লোক তার অন্তর্ভুক্ত হবে। সে মক্কা ও মদীনায় প্রবেশের চেষ্টা করলে আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেস্তা তাকে বাধা দিবে। দাজ্জাল তখন সিরিয়ার অভিমুখে যাত্রা করবে। দামেস্কে তখন ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবেন। একদিন আছরের সময় হঠাৎ ইসা দুজন ফেরেস্তার কাঁধের উপর ভর করে আসমান হতে অবতীর্ণ হবেন। দামেস্কের জামে উমাওয়ী মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারের উপর এসে দাঁড়াবেন। ইমাম মাহদী তার উপর যুদ্ধের সমস্ত ভার ন্যস্ত করতে চাইবেন। কিন্তু তিনি বলিবেন, ভার তো সব আপনার উপর থাকবে,আমি শুধু দাজ্জালকে বধ করবার জন্য এসেছি। ঈসা একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একটি বল্লম/বশা হাতে দাজ্জালের দিকে ধাবিত হবেন। আন্যান্য মুসলমান সৈন্যগন দাজ্জালের সৈন্যগনের উপর আক্রমণ করবে। ভীষণ যুদ্ধ হবে। ঐ সময় ঈসার নিঃশ্বাসের মধ্যে এমন এক তাছির হইবে যে, যতদূর দৃষ্টি যাবে ততো দূর শ্বাস যাবে এবংযে কাফিরের গায়ে শ্বাসের একটু বাতাস লাগবে সে হালকা হয়ে যাবে। দাজ্জাল ঈসাকে দেখে ভাগবে। ঈসা তাকে পিছু নেবেন। “বাবে লোদ” নামক স্থানে গিয়ে দাজ্জালকে বধ করবেন এবং তার বশার্য দাজ্জালের রক্ত দেখাবেন। তারপর ঈসা যত জায়গায় দাজ্জাল অশান্তি স্থাপন করেছে সেই সব স্থানে গিয়া জনগণকে শান্তি দান করবেন। আল্লাহ ইহুদীদের নির্মূল করবেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু থাকবে

না যার আড়ালে গিয়ে প্রাণে বাঁচবে। পাথর, গাছ, দেয়াল, চতুষ্পদ জানোয়ার সবাই মুসলমানদের ডেকে লুকিয়ে থাকা ইহুদিদের দেখিয়ে দিয়ে হত্যার কথা বলবে। শুধু গারক্বাদ বৃক্ষ কোন কথা বলবেনা। কারণ এটা ইহুদিদের গাছ।

জাহিদঃ- তাহলে গাছের ও আলাদা ধর্ম আছে!

মু আ হুদাঃ- কি বলে নাই আবার! তুলসি গাছওতো একটা হিন্দু গাছ। আর সব গাছপালাও তো আল্লাহের ইবাদত করে।

জাহিদঃ- যুদ্ধে তাহলে তলোয়ার, বশা ও ঘোড়া ব্যবহৃত হবে! আজকের দুনিয়ায় যুদ্ধে যেখানে পারমানবিক-রাসায়নিক আধুনিক অস্ত্র,বিমান-রাডার ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানে কিয়ামতের পূর্বে যে যুদ্ধ হবে তাতে কেন মধ্যযুগ বা প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত তলোয়ার, বশা ও ঘোড়া ব্যবহৃত হবে এটা হাস্যকর নয় কি!!? আসলে আমার মনে হয় ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদ যখন এই গল্প ফাঁদেন বা অন্য কোন প্রাচীন গল্প থেকে সংগ্রহ করেন, তখন তিনি ভাবতেও পারেন নি দেড়-দু হাজার বছর পর পৃথিবীটাকে মানুষ কতোটা এগিয়ে নেবে। অবশ্য তার শূন্য মস্তিস্কের অধিকারী অনুসারিরা এসকল গাঁজাখোরি গল্পের ফাঁক ফাঁকর ঢাকতে বিভিন্ন রূপক অর্থ খুঁজায় খুবি দক্ষ। আর এই যে আপনি বলছেন কেয়ামতের বিভিন্ন আলামত দেখা যাচ্ছে, দাজ্জালের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এই সব আলামতের লক্ষন আপনারা বহু শ বছর ধরে পেয়ে আসছেন আরো বহু শ বছর পাবেন। কিন্তু চোখের পদাটী সরালে দেখতে পাবেন মানুষ সেই প্রাচীন অন্ধকার সভ্যতাটাকে আলোর পথে অনেকদূর টেনে নিয়ে এসেছে, টেনে নিয়ে যাবে হয়তো আরো বহু দূর। আর এই সভ্যতা এগিয়ে যাবার পথে প্রধান সমস্যা আপনাদের কাল্পনিক দাজ্জাল নয়। প্রধান বাঁধা আপনাদের অজ্ঞতা, আন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার। এই সব গাঁজাখুরি গল্প অনেকটা রোগের মতো। এর সব গল্পে বিশ্বাস করে অনেকে নিজেকে মানব সমাজের উদ্ধারকারী হিসেবে নিজেকে ইমাম মেহদী হিসেবে ঘোষণা করবে, ঘৃণা জন্মাবে ইহুদি সহ অন্য ধর্মালম্বীদের প্রতি। গত বৎসর ও পাকিস্তানে এমনি এক স্বঘোষিত ইমাম মেহদী তার কিছু অনুসারি সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। দাজ্জালের মতো কাল্পনিক শত্রু তৈরি করে আর এধরনের গাঁজা খুড়ি গল্পে বিশ্বাস করে কাজের কাজ যা হয়েছে তা হলো মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নষ্ট হয়েছে...

মু আ হুদাঃ- বেয়াদপের মতো কথা বলবে না। খুব বেশি বুইজ্জা ফেলছো, আমার আগেই বুঝা উচিত ছিল যে ছেলে ছমায়ুন আজাদের মতো একটা নাস্তিকের বই পড়ে তার সাথে এসব জ্ঞানের

কথা বলতে যাওয়া মানে সময় নষ্ট করা। আল্লাহপাক তোমার  
হেদায়েত করুন।

উনি রেগে হন হন করে চলে গেলেন।

[একটি কাল্পনিক আলাপচারিতা]

[jahid\\_humanist@yahoo.com](mailto:jahid_humanist@yahoo.com)